দৈনিক ইনকিলাব

MAY 31 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা [illegible] ... কলাম ... ৩ ......

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ প্রয়োজন

তরুণ এবং উদীয়মান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সংসদের [illegible] সদস্য জনাব মাহী বি চৌধুরী গত অধিবেশনে ভাষণ দানকালে বলেছেন, আমাদের শিক্ষানীতিতে নৈতিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অনুপস্থিত। তিনি যথাযর্থই বলেছেন। এদিকে একটি দৈনিকে দেখলাম একটি ধর্মীয় সংগঠনের জনসভায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের দাবী জানানো হয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া নৈতিক মূল্যবোধ যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না এ সত্যটি কারও অস্বীকার করার উপায় নেই।

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যসূচীতে ধর্মীয় কিছু নিয়ম-কানুন, সূরা, ক্বেরাত, দোয়া-দরুদ থাকলেও তার মর্মার্থ নিজে উপলব্ধি করে শিশুদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য করে উপস্থাপন করার মত উপযুক্ত শিক্ষক সেখানে অনুপস্থিত। তাছাড়া পাঠ্যসূচীও দায়সারা গোছের। এসব কারণে গ্রামে-গঞ্জে পৃথকভাবে ইসলাম শিক্ষার জন্য এবতেদায়ী এবং কওমী মাদ্রাসা স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দেয়ায় তা স্থাপিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইসলাম শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে পুনর্বিন্যাস করে অন্তত একজন করে ফাজিল পাস ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ করা হলে পৃথকভাবে নতুন করে এবতেদায়ী বা কওমী [illegible] প্রয়োজন পড়বে না। একই সাথে [illegible] ব্যবস্থা করতে হবে। তা করা হলে শিশুকাল হতে ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং সহাবস্থানের পরিবেশ গড়ে উঠবে। সেটাই হবে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা।

ইসলাম শিক্ষা বলতে শুধু সূরা-ক্বেরাত ও দোয়া-দরুদ না বুঝে মুখস্থ করার মধ্যে সীমাব[illegible] না রেখে আরবী ভাষা শিক্ষা বিষয়টির ওপরও গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ আসে আরব দেশগুলোতে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে। আরবী ভাষাজ্ঞান না থাকার কারণে বাংলাদেশী শ্রমিকদের সেসব দেশে কত না অসুবিধায় পড়তে হয়। হাজী সাহেবদেরকেও বোবার মত হজ সেরে আসতে হয়।

আমাদের ধর্মের উৎস আরবী ভাষা। বর্তমানে অর্থনীতিও আরবী-নির্ভর হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজী ভাষার ন্যায় আরবী ভাষা শিক্ষার বিষয়টির উপরও বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

বিষয়টির প্রতি বর্তমান জোট সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করা হলো।

–ডাঃ অছিমুদ্দিন আহমেদ, (হোমিওপ্যাথ)
কেন্দ্রীয় মসজিদ [illegible]